



337289 - ভবিষ্যতে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে এই আশংকা থেকে যাকাত বলিম্বা পরিশোধ করা কি জায়যে?

প্রশ্ন

আমরা করোনা মহামারীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমরা জানি না যে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে? কাজকর্মের অফিসগুলোসহ সবকিছু বন্ধ। এর মানে হলো উপার্জন অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের খাদ্য অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় যাকাত কি ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে ব্যক্তি নসোব পরমাণ সম্পদে মালিকি এবং এ মালিকানার এক বর্ষ পূর্তি হয়েছে তার উপর অবলিম্বা যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজবি (ফরয)।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: "যাকাত ওয়াজবি হলে ও পরিশোধ করতে সক্ষম হলে অবলিম্বা যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজবি; বলিম্বা করা জায়যে নয়। এটা ইমাম মালিকে, ইমাম আহমাদ ও অধিকাংশ আলমেতে অভিমত। যহেতে আল্লাহ বলেন: "তোমরা যাকাত প্রদান কর।" কারণ নরিদশে তাৎক্ষণিকতার প্রমাণ বহন করে।"[আল-মাজমু (৫/৩০৮) থেকে সমাপ্ত]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (২৩/২৯৪) এসছে:

"অধিকাংশ আলমে (শাফয়েি, হাম্বলি আলমেগণ ও হানাফি মাযহাবেরে ফতোয়াপ্রদত্ত অভিমত)-এর মতে যাকাত যখনই ফরয হবে তখনই অবলিম্বা সটে আদায় করা ফরয; যদি আদায় করার সক্ষমতা থাকে এবং কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে।

তারা দলিল দনে যে, আল্লাহ তাআলা যাকাত দায়ের নরিদশে দয়িছেন। যখন যাকাত প্রদানের ওজুব (আবশ্যকতা) সাব্যস্ত হল তখন মুকাল্লাফ (শরয়ি-ভারপ্রাপ্ত)-এর উপর নরিদশেটা আরোপিত হল। আর তাদের মতে, সাধারণ নরিদশে তাৎক্ষণিকতার দাবী করে। এবং যহেতে বলিম্বা করাটা যদি জায়যে হয় তাহলে সীমাহীন কাল অবধি বলিম্বা করা জায়যে হয়ে যায়। ফলে যে ব্যক্তি নরিদশেটা পালন করল না তার শাস্তরি বিষয়টা নাকচ হয়ে যায়। এবং যহেতে গরীবদেরে প্রয়োজন নগদে, আর যাকাতের উপর তাদের অধিকার সাব্যস্ত। তাই বলিম্বা পরিশোধ করা মানে তাদেরকে প্রাপ্যসময়ে তাদের অধিকার থেকে



বঞ্চিত করা।"[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায় (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "আমি একজন চাকুরীজীবী যুবক। আমার মাসিক আয় সীমিত। এ আয় থেকে আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু গ্রহণ করি; বাকীটুকু ব্যাংকে রাখি। যাতা করে একটা এমাউন্ট জমা হলে আমি স্টো দিয়ে একখণ্ড জমি ক্রয় করতে পারি, যখনে আমি একটা বাড়ী বানিয়ে বসে বসে থাকাই আমার কাঙ্ক্ষিত। কার্যতঃ আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার রিয়াল জমা হয়েছে...। প্রশ্ন হল: এ তিন বছরে আমার উপরে কী যাকাত ফরয হয়েছে? কেননা আমি শুনছি যে ব্যক্তি বসে বসে থাকাই জমি ক্রয় করার জন্য কতটা বসত বাড়ী নির্মাণের জন্য অর্থ জমা করে তার উপর যাকাত নাই? জবাবে তিনি বলেন: এটা ভুল। সঠিক হল তার উপর যাকাত ওয়াজবি; যদি সে বসে বসে থাকাই জমি ক্রয় করার জন্য কতটা বসত বাড়ী নির্মাণের জন্য অর্থ জমা করে এবং সঞ্চিত অর্থের বর্ষপূর্তি হয়। আপনি যদি আপনার বতেন থেকে কতটা জমি বিক্রির অর্থ থেকে ব্যাংকে কতটা অন্য কোথাও অর্থ জমা করে বাড়ী বানানোর অপেক্ষায় থাকেন কতটা অন্য জমিক্রয়ের অপেক্ষায় থাকেন কতটা বসে বা অন্য কতটা অপেক্ষায় থাকেন এবং সঞ্চিত সম্পদের বর্ষপূর্তি হয় তাহলে আপনার উপর যাকাত ওয়াজবি। প্রত্যেকে নগদ অর্থের বর্ষপূর্তি হলেই এর যাকাত পরিশোধ করা আপনার উপর ওয়াজবি।"[<http://www.binbaz.org.sa/mat/13601> থেকে সমাপ্ত]

দুই:

যদি যাকাতপ্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে নগদ অর্থ না থাকে সেক্ষেত্রে অর্থ হাতে আসা পর্যন্ত বলিম্ব করা তার জন্য জায়যে।

এ বিষয়ে 173120 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখে যতে পারে।

তিনি:

আর যদি যাকাত প্রদানকারী নিজের দরদীর হয়, তার যাকাতের অর্থের প্রয়োজন থাকে, যাকাত দিয়ে ফলে তার জীবিকার সংকট হতে পারে সেক্ষেত্রে তার জন্য পরবর্তীতে বলিম্ব যাকাত পরিশোধ করা জায়যে হবে।

"কাশশাফুল ক্বনি" (২/২৫৫) গ্রন্থে বলেন:

"কতটা যাকাতপ্রদানকারী দরদীর, তার যাকাতের অর্থের প্রয়োজন, যাকাত দিয়ে দিলে তার যতটুকু প্রয়োজন স্টো ব্যাহত হতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতি কটে যাওয়ার মাধ্যমে তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসলে তার থেকে পূর্বের যাকাতগুলো আদায় করা হবে।"[সমাপ্ত]

তাই কারণে যদি চাকুরী না থাকে এবং যাকাতের যত অর্থটা তাকে পরিশোধ করতে হবে স্টো যদি তার প্রয়োজন হয় তাহলে



তার জন্য বলিম্বে যাকাত পরিশোধ করা জায়যে হবে।

আর যদি বর্তমানে তার প্রয়োজন না হয়, তবে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশংকায় থাকে সেক্ষেত্রে যাকাত পরিশোধ করা তার উপর অনবির্ঘ্য— ওয়াজবি পালনার্থে ও দায়মুক্তির নিমিত্তে।

অন্যদিকে বিপদ-মুসবিতরে সময়গুলোতে ধনীদরে উচ্চি দান-সদকা ও যাকাত নিয়ে এগিয়ে আসা; এমনকি সটো অগ্রমি যাকাত আদায়রে মাধ্যমে হলও। যাতে করে দরদির ভাইদরে কষ্ট লাঘব করা যায়। এ বিশ্বাস নিয়ে য়ে, দান-সদকা সম্পদ কমায় না; বরং বাড়ায়।

আল্লাহ তাআলা বলনে: "বলুন, আমার প্রতপিলক তাঁর বান্দাদরে মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রজিকি প্রশস্ত করনে এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমতি করনে। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবতে তিনি এর বদলা দবিনে / তিনি হচ্ছনে শ্রেষ্ট রজিকিদাতা।" [সূরা সাবা, আয়াত: ৩৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকে বর্ণতি আছে য়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "দানে সম্পদ কমায় না। ক্ষমা করে দলিে আল্লাহ বান্দার সম্মান বাড়ান; কমান না। কটে আল্লাহর জন্য বনিয়ী হলে আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করনে।" [সহহি মুসলমি (৪৬৮৯)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকে বর্ণতি আছে য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "বান্দারা যখন সকালে উপনীত হয় তখন দুইজন ফরেশেতা নাযলি হয়। তাদরে একজন বলতে: হে আল্লাহ! আপনি ব্যয়কারীকে বদলা দনি। অন্যজন বলতে: হে আল্লাহ! আপনি ব্যয়কুণ্ঠকে (সম্পদে) বনিশ দনি।" [সহহি বুখারী (১৪৪২) ও সহহি মুসলমি (১০১০)]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যনে এই বালা ও মহামারী তুলে ননে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।